এ. পি. মহেশ সমবায় উর্বন ব্যাঙ্ক শেয়ারহোল্ডাররা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

বনাম

রামেশ কুমার বাং এবং অন্যরা

(বিশেষ অনুমতি পিটিশন (ফৌজদারি) নং ৩৮৬৯, ২০২১ সালের)

২০শে জুলাই, ২০২১

[ইন্দিরা ব্যানার্জি এবং ভি. রামসুব্রমণিয়ান, বিচারপতিদ্বয়]

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩: অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা প্রদান, চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল-আবেদনকারী প্রস্তাবিত নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রাক-নির্বাচন রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন এবং যখন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পেতে ব্যর্থ হন, নির্বাচন-পরবর্তী রিট পিটিশন এবং ফৌজদারি অভিযোগও দায়ের করেছিলেন-ফৌজদারি অভিযোগগুলি বাতিল করার জন্য ৩ জন আবেদনকারী-ফৌজদারি অভিযোগের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, ৩ জন আসামীকে হাইকোর্টের সামনে তাদের গ্রেপ্তার সহ আরও সমস্ত কার্যধারার অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল-অভিযোগকারীর বিশেষ অনুমতির পিটিশনে বলা হয়েছিলঃ এটি স্পষ্টতই একটি নির্বাচনী বিরোধ ছিল যা ফৌজদারি মামলায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল-তথ্যগুলি এত স্পষ্ট ছিল এবং পটভূমি সেটিং এতটাই মর্মান্তিক ছিল যে, হাইকোর্ট সঠিকভাবে উত্তরদাতাদের আই-৩-কে অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ দেওয়ার জন্য একটি উপযুক্ত এবং যথাযথ মামলা বলে মনে করেছিল-আবেদনকারী হাইকোর্টের পক্ষ থেকে এটি সম্পূর্ণ ভুল ছিল যে হাইকোর্টের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল যে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা প্রদানের জন্য ব্যালটটি পুরোপুরি নিষ্পত্তি করা হয়নি।

বিশেষ অনুমতির আর্জি খারিজ করে আদালত

বলেঃ এটি একটি নির্বাচনী বিরোধ ছিল যা ফৌজদারি মামলায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রায়শই নির্বাচনী বিতর্কগুলি বিভিন্ন জায়গায় যেমন ভোটকেন্দ্র, পুলিশ স্টেশন এবং আদালত কক্ষে লড়াই করা হয়। কখনও কখনও, যারা এই বিরোধগুলি উত্থাপন করে তারা উচ্চ নৈতিক তন্তু এবং শক্তিশালী আইনী বিষয়বস্তু পরিহিত শব্দের মাধ্যমে তাদের আসল উদ্দেশ্যকে ছদ্মবেশ দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আবেদনকারী এই ক্ষেত্রে সফলভাবে তা করতে পারেনি, কারণ আবেদনকারী ঋণ জালিয়াতির অভিযোগে ফিরে আসার আগে নির্বাচনী বিরোধ আদালতে এসেছিল। সৌভাগ্যবশত, হাইকোর্ট খেলার মাধ্যমে দেখেছিল। ঘটনাগুলি হল

এ পি মহেশ সমবায় আরব্যান ব্যাঙ্ক শেয়ারহোল্ডার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন বনাম রামেশ কুমার বাং ৮৫১

এতটাই স্পষ্ট এবং পটভূমি সেটিং এতটাই মর্মান্তিক যে, উচ্চ/আদালত সঠিকভাবে উত্তরদাতাদের ১-৩ অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ দেওয়ার জন্য এটি একটি উপযুক্ত এবং যথাযথ মামলা বলে মনে করেছে। আবেদনকারীর পক্ষ থেকে এই যুক্তি দেওয়া সম্পূর্ণ ভুল যে হাইকোর্ট দেওয়ানি রিট কার্যধারার মুলতুবি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। হাইকোর্ট আসলে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুরো কার্যধারার রঙ যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল তার দিকে নজর দিয়েছিল এবং সেই পটভূমিতেই বিচারক দেওয়ানি কার্যধারার মুলতুবি এবং অভিযোগের ওভারল্যাপিংয়ের বিষয়টি লক্ষ্য করেছিলেন। হাইকোর্ট ১ থেকে ৩ জন উত্তরদাতাকে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং ব্যালটের আধিপত্য যাতে পুলিশের কর্তৃত্ব দ্বারা নষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত ছিল। [অনুচ্ছেদ ২০, সি ২৫,২৭] [৮৬৩-এফ-এইচ; ৮৬৪-এ; ৮৬৫-সি-ডি, এফ]

হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজনলাল ১৯৯২ সম্পূরক (১) এসসিসি ৩৩৫ : [১৯৯০] ৩ সম্পূরক এসসিআর ২৫৯ – অনুসরণ করা হয়েছে।
মোহাম্মদ আলাউদ্দিন খান বনাম বিহার রাজ্য ও অন্যান্য (২০১৯) ৬ এসসিসি ১০৭ : [২০১৯] ৫ এসসিআর ৮৭৬; কে. জগদীশ বনাম উদয় কুমার জি.এস. (২০২০) ১৪ এসসিসি ৫৫২; এন.এন. গ্লোবাল মারকান্টাইল প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইন্ডো ইউনিক ফ্লেম লিমিটেড (২০২১) এসসিসি অনলাইন এসসি ১৩ – অপ্রাসঙ্গিক হিসাবে বিবেচিত।
শেওনন্দন পাসওয়ান বনাম বিহার রাজ্য (১৯৮৭) ১ এসসিসি ২৮৮ : [১৯৮৭] ১ এসসিআর ৭০২ ২৩; নিহারিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্য (২০২১) এসসিসি অনলাইন এসসি ৩১৫; স্কোডা অটো ভক্সওয়াগন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (২০২০) এসসিসি অনলাইন এসসি ৯৮৮ – উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>মামলা আইন প্রসঙ্গ</u>

[২০১৯] ৫ এস. সি. আর. ৮৭৬	প্রয়োগযোগ্য নয়	অনুচ্ছেদ ৯ (ii)
(২০২০) ১৪ এস. সি. সি. ৫৫২	প্রয়োগযোগ্য নয়	অনুচ্ছেদ ৯ (ii)
[১৯৯০] ৩ সম্পূরক এস. সি. আর. ২৫৯	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ২৩-
[১৯৮৭] ১ এস. সি. আর. ৭০২	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ২৩-

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ বিশেষ অনুমতির আর্জি (ফৌজদারি) নং ৩৮৬৯ ২০২১-এর রায় এবং আদেশ থেকে

২৭.০৪.২০২১ তারিখে তেলেঙ্গানা উচ্চ আদালত, হায়দরাবাদ, আইএ নম্বর ১/২০২১-এ ক্রিমিনাল পিটিশন নম্বর ২৩৭১/২০২১ এর রায় ও আদেশ থেকে।

২০২১ সালের ৩৮৭৫ নং বিশেষ অনুমতি (ফৌজদারি) সহ।

আবেদনকারীর পক্ষে দিল জিত সিং আলুওয়ালিয়া, মালাক মণীশ ভাট, শ্রীমতি নীহা নাগপাল, এইচ. রাজেশ, অঙ্গদ আলুওয়ালিয়া, আইনজীবীগণ।

সিদ্ধার্থ লুথরা, এস. রঞ্জন রেড্ডি, সিনিয়র অ্যাড., রাভি ভেঙ্কট যোগীশ, আসিফ আহমেদ, মিসেস স্নিগ্ধা সিং, বিষ্ণু তেল্লাপ্রগাদা, আইনজীবীগণ উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন **ভি. রামসুব্রমণিয়ান, বিচারপতি**।

১. তেলেঙ্গানা রাজ্যের জন্য হাইকোর্টের দুটি অন্তর্বর্তী আবেদনে ১ থেকে ৩ জন উত্তরদাতাকে (হাইকোর্টের কাছে আবেদনকারী) গ্রেপ্তার সহ সমস্ত কার্যধারার স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করে একটি আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, হায়দ্রাবাদের বানজারা হিলস পুলিশ স্টেশনের ২০২১ সালের ২১৮ এবং ২২২ নম্বর অপরাধের ফৌজদারি অভিযোগ বাতিল করার জন্য দুটি প্রধান পিটিশন মুলতুবি রেখে, প্রকৃত অভিযোগকারী এই বিশেষ অনুমতি পিটিশনগুলি নিয়ে এসেছেন।

২. আমরা আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রী দিল জিত সিং আলুওয়ালিয়া এবং উত্তরদাতা। থেকে ৩ নম্বরের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী সিদ্ধার্থ লুথরা ও শ্রী রঞ্জন রেড্ডির কথা শুনেছি।

৩. আবেদনকারী এখানে তৃতীয় পক্ষের ফাইলের উপর দুটি অভিযোগ দায়ের করেছেন- হায়দ্রাবাদের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর বিরুদ্ধে উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে। থেকে ৩ এর মধ্যে ১৯.০২.২০২১। বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে একটি আদেশ পাস করেছেন, পুলিশকে মামলা নথিভুক্ত করার এবং তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন, যার অনুসরণে, পুলিশ ২০২১ সালের অপরাধ নম্বর ২১৮ এবং ২২২-এ যথাক্রমে ১২.০৩.২০২১ এবং ১৩.০৩.২০২১-এ দুটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদন (সংক্ষিপ্ত এফআইআর) নথিভুক্ত করেছে।

৪, এই দুটি অভিযোগে অভিযুক্ত ১ থেকে ৩ জন উত্তরদাতাকে যথাক্রমে (১) বর্তমান চেয়ারম্যান এবং প্রাক্তন সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান; (ij) ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও; এবং (ii) বর্তমানে ভাইস চেয়ারম্যান এবং এ. পি. মহেশ কো-অপারেটিভ আরবান ব্যাঙ্কের প্রাক্তন চেয়ারম্যান হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আবেদনকারীর দ্বারা উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা অপরাধগুলি এখানে আই. পি. সি-র ১২০বি ধারার সাথে পঠিত ৪০৯,৪২০,৪৬৭,৪৬৮,৪৭১ এবং ৪৭৭এ ধারার অধীনে ছিল। এই পর্যায়ে মনে রাখা প্রয়োজন যে সমবায় ব্যাঙ্ক আসলে বহু-রাজ্য সমবায় সমিতি আইন, ২০০২ দ্বারা পরিচালিত একটি বহু-রাজ্য সমবায় সমিতি।

৫. অভিযোগ নথিভুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই, উত্তরদাতা। থেকে ৩ নম্বর এখানে ফৌজদারি অভিযোগগুলি বাতিল করার জন্য কোডের ৪৮২ ধারার অধীনে ২০২১-এর ফৌজদারি পিটিশন নম্বর ২৩৭০ এবং ২৩৭১-এ দুটি পিটিশন দায়ের করেছেন। ফৌজদারি অভিযোগের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, ১ থেকে ৩ জন উত্তরদাতারা ২০২১-এর ২১৮ এবং ২২২ নম্বর এফআইআরে তাদের গ্রেপ্তার সহ আরও সমস্ত কার্যধারার অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ চেয়েছেন।

৬. ২০২১ সালের আই. এ. নম্বর। এবং।-এ স্থগিতাদেশের আবেদনগুলি এখানে আবেদনকারীর দ্বারা তীব্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়েছিল, কারণ আবেদনকারীকে বাতিলের আবেদনে দ্বিতীয় উত্তরদাতা হিসাবে সাজানো হয়েছিল।

৭. এখানে ৩ জন উত্তরদাতা (অভিযুক্ত ব্যক্তি) এবং আবেদনকারীর (প্রকৃত অভিযোগকারী) কথা শোনার পর, হাইকোর্ট উভয় অভিযোগের পরবর্তী সমস্ত কার্যধারার উপর স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করে ২৭.০৪.২০২১-এর উপর একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ জারি করে। এটি উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে যে আবেদনকারী উপরোক্ত বিশেষ অনুমতির আর্জি নিয়ে এসেছেন।

৮. সংক্ষেপে এবং বিস্তৃতভাবে, অভিযোগের পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত রাখার জন্য হাইকোর্টের বিদ্বান বিচারপতির দ্বারা প্রদত্ত কারণগুলি হল-

(i) যে দুটি অভিযোগের মধ্যে একটি 'টোয়ান জালিয়াতির' সঙ্গে সম্পর্কিত, অন্যটি 'ভোটার জালিয়াতির' সঙ্গে সম্পর্কিত;

(ii) যে সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ ২০২০ সালের এপ্রিলে শেষ হয়েছে এবং ২০২০ সালের মার্চ মাসে যে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত ২০.১২.২০২০-এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে;

(iii) যে নির্বাচনকে ঘিরে একটি বিশাল তিক্ততা ছিল, যার ফলে নির্বাচন পরিচালনার আগে এবং পরে উভয়ই রিট পিটিশন দাখিল করা হয়েছিল;

(iv) যে রিট পিটিশনেও নির্বাচন প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করা বা সমর্থন করা টোয়ান জালিয়াতি এবং 'ভোটার জালিয়াতি' সম্পর্কিত অভিযোগগুলি অতিরিক্ত ছিল;

(v) যে রিট পিটিশনের উক্ত ব্যাচে, একই হাইকোর্টের আরেকজন বিদ্বান বিচারক ০৮.০১.২০২১-এ একটি সাধারণ আদেশ পাস করেছিলেন, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করার এবং নবনির্বাচিত বোর্ডকে দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু নবনির্বাচিত পরিচালকদের পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত না নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন;

(vi) যে ২০২১ সালের মার্চ মাসে এফআইআর নথিভুক্ত হওয়ার আগেই পুলিশকে ধার ৯১ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে একটি নোটিশ জারি করে

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে বলেছেন, যা স্পষ্টভাবে আইনের আদেশ লঙ্ঘন করেছে; এবং

(vii) ভোটার জালিয়াতি' এবং 'ঋণ জালিয়াতির' অভিযোগ রিট পিটিশনে উত্থাপিত বিষয়গুলির সাথে আন্তঃসম্পর্কিত এবং যে তাই ফৌজদারি অভিযোগের পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত করা যেতে পারে।

৯. বিদ্বান বিচারপতির উক্ত আদেশকে সমর্থন করে, আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী মিঃ আলুওয়ালিয়া যুক্তি দিয়েছিলেনঃ-

(i) অভিযোগগুলি সরলভাবে পড়ার সময়, হাইকোর্টের আরও সি কার্যধারা স্থগিত করা উচিত ছিল না, বিশেষত নীহারিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য রাজ্য এবং স্কোডা অটো ভক্সওয়াগন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউ. পি. রাজ্য [২] মামলায় এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইনের দাঁতগুলিতে আমলযোগ্য অপরাধগুলি প্রাথমিকভাবে তৈরি করা হয়েছে?

(ii) যে বিতর্কিত আদেশটি স্পষ্টভাবে এই আদালতের মহম্মদ আল্লাউদ্দিন খান বনাম বিহার রাজ্য ও অন্যান্য[৩] এবং কে. জগদীশ বনাম উদয় কুমার জি. এস.-এর সিদ্ধান্তের বিপরীত, যতটা ১টি ভোটার জালিয়াতি সম্পর্কিত দেওয়ানি রিট পিটিশনগুলির বিচারাধীনতা ধারণ করে, যেমন ফৌজদারি ই অভিযোগের উপর কোনও প্রভাব রয়েছে; এবং

(iii) হাইকোর্ট এই ভেবে ভুল করেছে যে, মাল্টি-স্টেট কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ৮৪-এর অধীনে কিছু অভিযোগ সালিশযোগ্য এবং এন. এন. গ্লোবাল মার্কেন্টাইল প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইন্দো ইউনিক ফ্লেম লিমিটেড[৫]-এর মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

১০, মিস্টার আহলুওয়ালিয়া, আবেদনকারীর শিক্ষিত আইনজীবী, আমাদেরকে সমস্ত নথি দেখিয়েছেন, যার মধ্যে ছিল রিট পিটিশনের আবেদনসমূহ, রিট পিটিশনে প্রদত্ত অন্তর্বর্তী আদেশ, পুলিশের কাছে করা বিভিন্ন অভিযোগ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে করা অভিযোগ এবং রাজ্যের পক্ষ থেকে ওই অভিযোগগুলোর প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে। তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই আদালতের "নিহারিকা" (উল্লেখিত) মামলার বিভিন্ন অংশের দিকে এবং আবেগপূর্ণভাবে আবেদন করেছেন যে, যদি উচ্চ আদালত দ্বারা প্রদত্ত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার না করা হয়, তাহলে অবশ্যই ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হবে।

১ (২০২১) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি. ৩১৫

২ (২০২০) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি. ৯৮৮

৩ (২০১৯) ৬ এস. সি. সি. ১০৭

৪ (২০২০) ১৪ এস. সি. সি. ৫৫২

৫(২০২১) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি. ১৩

১১, জবাবে, মেসার্স সিদ্ধার্থ লুথরা এবং ৩ জন উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী রঞ্জন রেড্ডি যুক্তি দিয়েছিলেনঃ-

(i) যে সাধারণত এই আদালত হাইকোর্টের দ্বারা প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে হস্তক্ষেপ করবে না যখন মূল বিষয়টি হাইকোর্টের সামনে রায় দেওয়ার জন্য মুলতুবি থাকে;

(ii) নীহারিকায় (উপরে) যা ব্যতিক্রম বলে মনে করা হয়েছে তা হল আদালতের নির্দোষ আদেশ পাস করার প্রবণতা, কোনও জোরপূর্বক পদক্ষেপ না নেওয়ার প্রবণতা এবং তাও কোনও কারণ উল্লেখ না করে; এবং

(iii) যে ক্ষেত্রে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ দেওয়ার জন্য একের চেয়ে বেশি যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল এবং এই জাতীয় কারণগুলি বিজ্ঞ বিচারকের দ্বারাও নথিভুক্ত করা হয় এবং নির্বাচনের সময় ফৌজদারি অভিযোগ চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা যখনই কোনও মামলা দায়ের করার চ্যালেঞ্জ করা হয় তখন আদালত তা লক্ষ্য করতে পারে।

১২. আমরা প্রতিদ্বন্দ্বীদের জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করেছি এবং আবেদনপত্র এবং নথিগুলিও খতিয়ে দেখেছি। প্রতিদ্বন্দ্বীদের যুক্তিগুলি বিবেচনা করার আগে, এফআইআর দায়েরের আগের ঘটনাগুলির ক্রমের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন, কারণ তারা ফৌজদারি আইনের প্রথম নীতির উপর কিছুটা আলোকপাত করে যে ° 'সাক্ষী মিথ্যা বলতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতি নাও হতে পারে'। ক্রম গুলি নিম্নরূপঃ-

(i) সমবায় ব্যাঙ্কের পূর্ববর্তী পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ ২০২০ সালের এপ্রিলে শেষ হওয়ার কথা ছিল এবং তাই ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে একজন রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল। ১৮.০৩.২০২০-এ একটি নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল কিন্তু কোভিড ১৯ আঘাত হানার পরে তা প্রত্যাহার করা হয়েছিল;

(ii) ১৭.১১.২০২০-এ একটি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা জারি করা হয়েছিল যার পরে ২৪.১১.২০২০-এ একটি নতুন নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল;

(iii) এখানে ১ম উত্তরদাতা ছিলেন সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এবং ৩ জন উত্তরদাতা ছিলেন পূর্ববর্তী পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান। ২ নন উত্তরদাতা ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও;

(iv) নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি ২৪.১১.২০২০ তারিখে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, আবেদনকারী ৩০.১১.২০২০ তারিখে ডব্লিউ.পি. নং ২১৭৯৫ অব ২০২০ নম্বরের একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। সেখানে তিনি ১৭.১১.২০২০ তারিখের জাল ভোটার তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনার প্রস্তাবটি অবৈধ এবং বহু-রাজ্য সমবায় সমিতি আইন, ২০০২ এবং ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ আইন-এর কয়েকটি ধারা লঙ্ঘন করেছে বলে ঘোষণা করার আবেদন করেন, যা তৎকালীন পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক করা বেআইনি কাজের জন্য ছিল। উক্ত রিট পিটিশন (ডব্লিউ.পি. নং ২১৭৯৫ অব ২০২০) চলাকালীন, আবেদনকারী দুটি অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণের জন্য যথাক্রমে আই.এ. নং ১ এবং ২ অব ২০২০ দায়ের করেন:

i. পুলিশের/তদন্ত সংস্থার সাহায্যে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত পরিচালনা এবং অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা; এবং (ii) জাল ভোটার তালিকার কার্যক্রম স্থগিত রাখা।

(v) উল্লেখযোগ্য যে উপরের রিট পিটিশনটি ৩০.১১.২০২০ তারিখে দাখিল করা হয়েছিল, তবে নির্বাচন পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ২০.১২.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গণনা ২১.১২.২০২০ তারিখে শুরু হয়েছিল, কিন্তু গণনার মাঝপথে, রিটার্নিং অফিসার ভোট গণনা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তের কারণ এখন অস্পষ্ট এবং বর্তমান বিরোধের জন্য তা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

(vi) অতএব, আরও কিছু রিট পিটিশন কিছু ব্যক্তি, যার মধ্যে এখানে ১ম উত্তরদাতাও অন্তর্ভুক্ত, দায়ের করেন। সেই রিট পিটিশনগুলির বিবরণ নিম্নরূপ:

ডব্লিউ.পি. নম্বর	দায়ের করেছেন	প্রার্থনা করা হয়েছে
২৩৮৪৯/২০২০	শ্রীনিবাস আসওয়া	ফলাফল ঘোষণা করার জন্য নির্দেশনা চেয়ে ভোট গণনার প্রক্রিয়া বন্ধ করার রিটার্নিং অফিসারের কার্যকলাপকে চ্যালেঞ্জ করছেন।
২৩৮৫৩/২০২০	রমেশ কুমার বাং (১ম আরআর)	উপরোক্ত একই।
২৩৮৬৯/২০২০	শ্রিকান্ত ইনানি	উপরোক্ত একই।
২৩৯৭৬/২০২০	শালিগ্রাম ধুত এবং মালা ধুত	রিটার্নিং অফিসারের ইচ্ছেমতো নির্বাচন পরিচালনার কার্যকলাপকে চ্যালেঞ্জ করছেন এবং নতুন নির্বাচন চাচ্ছেন।

(vil) উপরোক্ত সমস্ত/রিট পিটিশনে অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণের আবেদনগুলি হাইকোর্টের আরেকজন বিদ্বান বিচারক একত্রে গ্রহণ করেছিলেন। বিস্তারিত যুক্তি শোনার পর, বিদ্বান বিচারক সেই রিট পিটিশনগুলিতে সমস্ত অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনে ০৮.০১.২০২১ তারিখের একটি সাধারণ আদেশ পাস করেন। উক্ত আদেশের কার্যকরী অংশে নিম্নরূপ লেখা রয়েছেঃ-

"(i) ডব্লিউ.পি. নং ২৩৮৫৩, ডব্লিউ.পি. নং ২৩৮৬৯ এবং ডব্লিউ.পি. নং ২৩৮৪৯ অব ২০২০-তে আই.এ. নং ১ অব ২০২০ আদেশিত এবং রিটার্নিং অফিসারকে ২০.১২.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করতে নির্দেশিত করা হয়;

(ii) ডব্লিউ.পি. নং ২১৭৯৫ অব ২০২০-তে আই.এ. নং ১ অব ২০২০-তে নোটিশ ইস্যু করতে হবে, ০২.০২.২০২০ তারিখের মধ্যে প্রতিউত্তর দেওয়ার জন্য;

(iii) ডব্লিউ.পি. নং ২১৭৯৫ অব ২০২০-তে আই.এ. নং ২ অব ২০২০ দাখিল করা হয়েছে যাতে ১৭.১১.২০২০ তারিখের জাল ভোটার তালিকার কার্যক্রম স্থগিত করার জন্য আবেদন করা হয়। উপরের বর্ণিত কারণে, আবেদনকারী ইন্টারলোকুটরি অ্যাপ্লিকেশন আই.এ. নং ২ অব ২০২০-তে যে ত্রাণ চেয়েছিলেন তা তিনি প্রাপ্তির যোগ্য নন, সুতরাং এটি খারিজ করা হয়েছে;

(iv) ডব্লিউ.পি. নং ২৩৯৭৬ অব ২০২০-তে আই.এ. নং ১ অব ২০২০-তে আবেদনকারীরা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার উপর স্থগিতাদেশ দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। উপরের বর্ণিত কারণে, আবেদনকারীরা ইন্টারলোকুটরি অ্যাপ্লিকেশনটিতে যে ত্রাণ চেয়েছেন তা প্রাপ্তির যোগ্য নন, সুতরাং আই.এ. নং ১ অব ২০২০-এ তা খারিজ করা হয়েছে;

(v) ডব্লিউ.পি. নং ২৩৯৭৬ অব ২০২০-তে আই.এ. নং ২ অব ২০২০ দাখিল করা হয়েছে যাতে ৪র্থ উত্তরদাতা ব্যাংককে পরিচালকদের পদে পুনরায় নির্বাচন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যতক্ষণ না আদালত রিটার্নিং অফিসারের দ্বারা পরিচালিত নির্বাচন প্রক্রিয়া ভ্রষ্ট বলে ঘোষণা করে, আদালত পুনরায় নির্বাচন পরিচালনা করতে নির্দেশ দিতে পারে না। সুতরাং, এই ইন্টারলোকুটরি অ্যাপ্লিকেশনটিতে যে প্রার্থনা করা হয়েছে তা এই পর্যায়ে অনুমোদিত হতে পারে না। আই.এ. নং ২ অব ২০২০-তে তা খারিজ করা হয়েছে;

(vi) পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত, নবনির্বাচিত পরিচালকদেরকে সমাজ এবং ব্যাংকের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং ব্যাংক ও সমাজের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানো এবং কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান করা ছাড়া অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।"

(viii) নবনির্বাচিত পরিচালকদের কোনও নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে নিষেধ করে ০৮.০১.২০২১ তারিখের সাধারণ আদেশের একটি অংশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, ব্যাঙ্কের পরিচালনা পর্ষদ ২০২১ সালের ২১ ও ২২ নং ডব্লিউ. এ-তে দুটি রিট আপিল দায়ের করে। এই রিট পিটিশনগুলি শুনানির জন্য ০৯.০২.২০২১-এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে বলে অবহিত হওয়ার পরে, ডিভিশন বেঞ্চ ২১.০১.২০২১ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে রিট আপিল নিষ্পত্তি করে, যাতে ব্যাঙ্কের পরিচালনা পর্ষদকে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা চেয়ে বিজ্ঞ বিচারপতির কাছে যথাযথ আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হয়;

(ix) ডিভিশন বেঞ্চের পূর্বোক্ত আদেশ অনুসারে, ২ টিএম ৪ উত্তরদাতা স্পষ্টীকরণের জন্য আবেদন করেছিলেন, কিন্তু পরে তা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন;

(x) '০২.০১.২০২১ এবং ০৩.০১.২০২১-এ (বিজ্ঞ বিচারক রিট পিটিশনে সাধারণ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করার কয়েক দিন আগে), আবেদনকারী সমিতি ডাকযোগে পুলিশের কাছে একটি অভিযোগ পাঠানোর দাবি করেছে;

(xi) পরবর্তীতে, ২২.০১.২০২১ তারিখে, আবেদনকারী স্বীকারোক্তি সহকারে তেলঙ্গানা সরকারের কৃষি, বিপণন এবং সমবায় মন্ত্রীর কাছে ০২.০১.২০২১ এবং ০৩.০১.২০২১ তারিখে ডাকযোগে পাঠানো অভিযোগগুলির উপর পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া নিয়ে একটি আবেদন জমা দেন। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে, মাননীয় মন্ত্রী ২২.০১.২০২১ তারিখে পুলিশ কমিশনারকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করেন:
"সংযুক্ত অভিযোগপত্রগুলোতে গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে যে, তা সংজ্ঞায়িত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। অনুগ্রহ করে উভয়টি এফআইআর নিবন্ধন করুন এবং অবিলম্বে তদন্ত শুরু করুন। এফআইআর-এর কপি দুই দিনের মধ্যে সরকারের কাছে প্রেরণ করুন।"

(xii) ০৩.০২.২০২১ তারিখে, আবেদনকারী নতুন একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন ডব্লিউ.পি. নং ২৭২৪ অব ২০২১, যার প্রধান এবং অন্তর্বর্তীকালীন প্রার্থনাগুলি নিম্নরূপ:

"মূল প্রার্থনা:

উপরে বর্ণিত অস্বাভাবিক ঘটনা এবং পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে, এই মাননীয় আদালত দয়া করে একটি ম্যান্ডামাস বা ম্যান্ডামাসের ধরনের কোনো আদেশ/নির্দেশ প্রদান করতে পারেন:"

(i) ২ নম্বর বিবাদীকে নির্দেশ প্রদান করা যাতে তারা ৫ নম্বর বিবাদী ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ স্থগিত করে এবং একজন প্রশাসক নিয়োগ করে (যেমনটি ৪ নম্বর বিবাদী ২ নম্বর বিবাদীকে ২৩.১২.২০ তারিখের চিঠি নম্বর ৬৩৯২/সমবায়-১/এ২/২০২০ এর মাধ্যমে সুপারিশ করেছে); যেহেতু ৭ নম্বর এবং ৮ নম্বর বিবাদী, ৬ নম্বর বিবাদীর সাথে ষড়যন্ত্র করে ব্যাপক হারে অর্থ আত্মসাৎ, জালিয়াতি, নথিপত্র বিকৃতি এবং নথিপত্র জালের মতো গুরুতর অপরাধ করেছে, যা সমিতি ও এর সদস্য—উভয়ের স্বার্থের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং 'মাল্টি স্টেট কোঅপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যাক্ট, ২০০২' ও ৫ নম্বর বিবাদীর উপবিধির পরিপন্থী; যে সকল আমলযোগ্য অপরাধের জন্য ৪ নম্বর বিবাদী হায়দ্রাবাদের পুলিশ কমিশনারকে অবিলম্বে দুটি প্রাথমিক তথ্য বিবরণী নতিভুক্ত করতে এবং তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন;

(ii) ৩ নম্বর বিবাদীকে ব্যাংকের একটি ফরেনসিক অডিট বা বিচারিক হিসাব নিরীক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করা, যেমনটি ৪ নম্বর বিবাদী ২ নম্বর বিবাদীকে ২৩.১২.২০ তারিখের চিঠি নম্বর ৬৩৯২/সমবায়-১/এ২/২০২০ এর মাধ্যমে সুপারিশ করেছিল এবং ২ নম্বর বিবাদী যা ৩ নম্বর বিবাদীকে অবহিত করেছে;

(iii) ৩ নম্বর বিবাদীকে নির্দেশ প্রদান করা যাতে তারা ৫ নম্বর বিবাদী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদ থেকে ৬ নম্বর বিবাদীকে অপসারিত করে; যেহেতু তার বিরুদ্ধে ৭ নম্বর এবং ৮ নম্বর বিবাদীর সাথে যোগসাজশে ব্যাংকের অর্থ আত্মসাৎ, জালিয়াতি, নথিপত্র বিকৃতি এবং নথিপত্র জাল করার মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে;

(iv) মামলার এই পরিস্থিতি ও তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাংকের হাজার হাজার ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীর স্বার্থ রক্ষায় অন্য যেকোনো আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করা যা ন্যায়সংগত ও যুক্তিসঙ্গত বলে গণ্য হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন প্রার্থনা: উপরে উল্লিখিত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে, এই রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, আবেদনকারী সবিনয়ে প্রার্থনা করছেন যে এই মাননীয় আদালত উপরের অসাধারণ পরিস্থিতি ও তথ্যাদি বিবেচনা করে কৃপা পূর্বক:

"(i) অন্তর্বর্তীকালীনভাবে প্রতিক্রিয়া নং ৫ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ স্থগিত করতে, এবং রিট পিটিশনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বা প্রতিক্রিয়া নং ২ কর্তৃক ২৩.১২.২০ তারিখে প্রেরিত চিঠি নং ৬৩৯২/কোপ-I/এ২/২০২০ বা ১৭.০১.২১ তারিখে আবেদনকারীর চিঠি প্রতিক্রিয়া নং ৩-এ পাঠানো হয়েছে, যে কোনটি আগে ঘটবে, তা পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া নং ৫ ব্যাংকের যথাযথ ব্যবস্থাপনা সুরক্ষিত করতে এবং আবেদনকারী-সংগঠনের ক্ষুদ্র আমানতকারীদের স্বার্থে অনির্বাচনীয় ক্ষতি এড়াতে, কারণ প্রতিক্রিয়া নং ৬, প্রতিক্রিয়া নং ৭ এবং প্রতিক্রিয়া নং ৮-এর সাথে ষড়যন্ত্র করে প্রতিক্রিয়া নং ৫-এর রেকর্ডের জালিয়াতি, নথি সিলেকশন, বড় পরিসরে টাকা পাচার, প্রতারণার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে, যা পুলিশ তদন্তাধীন; অথবা বিকল্পভাবে, প্রতিক্রিয়া নং ৬-কে স্থগিত করে এবং প্রতিক্রিয়া নং ৫ ব্যাংকের এমডি ও সিইও হিসেবে একটি সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অন্তর্বর্তীকালীন এমডি ও সিইও হিসেবে নিয়োগ করতে, যতক্ষণ না প্রতিক্রিয়া নং ২ আবেদনকারীর ১৭.০১.২১ তারিখের চিঠি বা এই পিটিশনের নিষ্পত্তি না হয়, যা যেকোনো এক পূর্ববর্তী হবে;

(ii) পরবর্তী আদেশ না আসা পর্যন্ত, নির্দেশ দেওয়া হোক যে নতুন নির্বাচিত পরিচালকরা সমাজ ও ব্যাংকের কার্যক্রমে কোন নীতি সিদ্ধান্ত নেবেন না, যার মধ্যে সমাজের তহবিলের সঙ্গে লেনদেন করা যাবে না, শুধু সমাজ এবং ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রম এবং কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান করা হবে, যেমন ইতিমধ্যেই এই মাননীয় আদালত ০৮.০১.২১ তারিখে সি.ডব্লিউ.পি নং ২১৭৯৫/২০২০ এ আদেশ দিয়েছে, যা সাব-জুডিস। এবং যে কোন অন্যান্য আদেশ/নির্দেশ প্রদান করতে যা ব্যাংকের হাজার হাজার ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই মামলার পরিস্থিতিতে যুক্তিযুক্ত এবং ন্যায্য মনে হবে।"

(xiii) ০৫.০২.২০২১ তারিখে হাই কোর্ট পিটিশন নং ২৭২৪/২০২১-এ নোটিশ জারি করার আদেশ দিয়েছিল কিন্তু কোনো অন্তর্বর্তী আদেশ দেয়নি;

(xiv) ঘটনাক্রমে বা অন্যভাবে, কো-অপারেটিভ সোসাইটির ডেপুটি রেজিস্ট্রার, যাকে নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল, তাকে একই দিনে, অর্থাৎ ০৩.০২.২০২১ তারিখে, আবেদনকারী তাদের দ্বিতীয় রিট পিটিশন ২৭২৫/২০২১ দাখিল করেছিল, চার্জ মেমো প্রদান করা হয়েছিল।"

নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসারকেও একই দিনে একটি চার্জ মেমো জারি করা হয়েছিল, যে তারিখে আবেদনকারী ২০২১ সালের ২৭২৫ নং ডব্লিউ. পি-তে তাদের দ্বিতীয় রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন। অভিযোগ মেমোটি কিছু অসন্তুষ্ট উপাদানের হাতের কাজের ফল বলে দাবি করে রিটার্নিং অফিসার ২০২১ সালের ৩৬৭৯ নং ডব্লিউ. আর-এ একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন। ২২.০২.২০২১-এ, হাইকোর্ট চার্জ মেমো অনুসারে পরবর্তী কার্যক্রমের অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করেছে;

(xv) ইতিমধ্যে, আবেদনকারী তৃতীয় অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সি-এর ফাইলের উপর ১৯.০২.২০২১-এ দুটি অভিযোগ দায়ের করেছেন, যার মধ্যে একটি ঋণ মঞ্জুর সম্পর্কিত অভিযোগকে ঘিরে এবং অন্যটি ভোটার জালিয়াতি সম্পর্কিত অভিযোগকে ঘিরে আবর্তিত।

(xvi) বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কোডের ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে একটি আদেশ জারি করেন, যার অনুসরণে, পুলিশ ১২.০৩.২০২১-এ ২০২১-এর নং, ২১৮ সহ একটি এফআইআর এবং ১৩.০৩.২০২১-এ ২০২১-এর নং, ২২২ সহ একটি এফআইআর নথিভুক্ত করে;

(xvii) এই দুটি অভিযোগ বাতিল করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে, উত্তরদাতারা এখানে ২০২১ সালের ৩ নম্বর ফৌজদারি পিটিশন ২৩৭০ এবং ২৩৭১ দায়ের করেছেন। উত্তরদাতারা এখানে আবেদনকারীকে এই বাতিলের পিটিশনে ২ "উত্তরদাতা" হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবেদনকারীর মতে, বিদ্বান বিচারক বাতিলের পিটিশনগুলি মুলতুবি রেখে এবং ২৩.০৩.২০২১-এ সংরক্ষিত আদেশের জন্য অভ্যন্তরীণ স্থগিতাদেশের পিটিশনে যুক্তি শুনেছেন। আবেদনকারী দাবি করেছেন যে এরপরে তারা ০১.০৪.২০২১-এ ফৌজদারি পিটিশনের পাল্টা হলফনামা দাখিল করেছে। এটি আবেদনকারীর দ্বারা আরও দাবি করা হয়েছে যে এরপরে তারা ১৫.০৪.২০২১-এ ১৩.০৪.২০২১ তারিখের নীহারিকা (সুপ্রা)-তে এই আদালতের রায়ের একটি অনুলিপি সংযুক্ত করে একটি মেমোও দাখিল করেছে। যাইহোক, বিদ্বান বিচারক ২৭.০৪.২০২১-এ উভয় বাতিল আবেদনের পরবর্তী কার্যধারার স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করে একটি সাধারণ আদেশ পাস করেছেন। অতএব, আবেদনকারী বিশেষ অনুমতির আর্জি-র উপরে নিয়ে এসেছেন।

১৩. ঘটনাগুলির উপরের ক্রমটি দেখায় যে আবেদনকারী যিনি ২০১৯ সালে শুধুমাত্র ১ নং অ্যাসোসিয়েশন হিসাবে নিবন্ধিত ছিলেন (২০২০ সালের ডাবলু. পি. নং, ২১৭৯৫-এর অনুচ্ছেদ ২-এর অনুমান অনুসারে), শুধুমাত্র প্রস্তাবিত নির্বাচনের বিরুদ্ধে একটি রিট পিটিশন দাখিল করে তাদের প্রথম সালভোকে বরখাস্ত করেছিলেন ৩০/১১/২০২০ তে।

নির্বাচন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া থেকে নির্বাচনী কর্মকর্তাকে বিরত রাখার জন্য কোনো অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পেতে ব্যর্থ হওয়ার পর, আবেদনকারী বহুমুখী আক্রমণের পথ বেছে নেন। তিনি ২ জানুয়ারি ২০২১ এবং ৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ডাকযোগে পুলিশি অভিযোগ পাঠান, এরপর মাননীয় মন্ত্রীর কাছে গিয়ে তাঁর মাধ্যমে ২২ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে পুলিশ কমিশনারকে একটি নির্দেশ প্রদান করান। এরপর, নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদকে দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে তিনি ২০২১ সালের ২৭২৪ নম্বর রিট আবেদনের মাধ্যমে নির্বাচন-পরবর্তী একটি রিট আবেদন দাখিল করেন। পরবর্তীতে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর হাকিমের নিকট ব্যক্তিগত অভিযোগ দায়ের করে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬(৩) ধারার অধীনে একটি আদেশ লাভ করেন, যার ফলে প্রাথমিক তথ্য বিবরণীসমূহ নথিভুক্ত হয়। আবেদনকারী সমিতি কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগগুলোতে ২০১৬-২০১৯ এবং ২০২০ সালের সময়কাল সম্পর্কিত অভিযোগ ছিল, যদিও উক্ত সমিতিটি নিজে কেবল ২০১৯ সালে নিবন্ধিত হয়েছিল।

১৪. এটি লক্ষ্যণীয় যে আবেদনকারী সংস্থাটি, যা প্রাসঙ্গিক আইনের অধীনে ২০১৯ সালে বৈধভাবে একটি সংস্থা হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছে, প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র নির্বাচনের বিরুদ্ধে এবং চেয়ারম্যান এমেরিটাস পদ সৃষ্টির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ নিয়ে শুরু করেছিল। মনে হয় যে আবেদনকারী সংস্থাটি ফেব্রুয়ারি, ২০২০ সালে রিট পিটিশন নং ৩৬৮৭/২০২০ দাখিল করেছিল যেখানে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল যে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হবে না। কিন্তু হাই কোর্টের এক বিজ্ঞ বিচারক ২০.০২.২০২০ তারিখে রিট পিটিশনটি খারিজ করেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আবেদনকারী একটি রিট আপিল (ডব্লিউ.এ. নং ১৫৪/২০২০) দাখিল করেছেন যা বর্তমানে স্থগিত রয়েছে।

১৫. আবেদনকারীরা তাদের রিট পিটিশন ডাবলু. পি. নং. ২১৭৯৫, ২০২০ সালের-এর প্যারাগ্রাফ ৩-এ উল্লিখিত করেছেন যে উপরে উল্লেখিত রিট আপিল ডাবলু এ নং, ১৫৩, ২০২০ সালের শুধুমাত্র একটি নির্বাচনী বিরোধ সম্পর্কিত ছিল।

১৬. একইভাবে, আবেদনকারীরা তাদের রিট পিটিশনে ডাবলু. পি. নং, ২১৭৯৫, ২০২০ এর-অনুচ্ছেদ ৩-এ আরেকটি রিট আপিল ডাবলু এ নং, ১৪১, ২০২০ এর উল্লেখ করেছেন, যা তাদের মতে, ১ম প্রতিক্রিয়া দাতাকে চেয়ারম্যান এমেরিটাস উপাধি প্রদান সম্পর্কিত ছিল। তবে, আবেদনকারী এই রিট আপিলের পটভূমি সম্পর্কিত তথ্য তাদের রিট পিটিশনে পূর্ণরূপে উল্লিখিত করেননি।

১৭. অতএব, এটি স্পষ্ট যে আবেদনকারী প্রথমে ১ম প্রতিক্রিয়া দাতাকে চেয়ারম্যান এমেরিটাস উপাধি প্রদানের বিরোধ শুরু করেছিলেন এবং পরে তারা নির্বাচনের বিষয়ে প্রথমে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি রিট পিটিশন এবং তারপর ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে আরেকটি রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন। এরপরেই, তারা ঋণ প্রতারণা সম্পর্কিত অভিযোগ তোলেন।

আপাতদৃষ্টিতে, আবেদনকারীর সেই ক্ষমতার আশীর্বাদ ছিল, যে কারণে ২২.০১.২০২১-এ পুলিশ কমিশনারকে অভিযোগ নথিভুক্ত করার এবং সরকারের কাছে রিপোর্ট করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর দ্বারা একটি নির্দেশ জারি করা হয়েছিল।

১৮. যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, ২০২০ সালের ২১৯৭৫ নং রিট পিটিশনে আই.এ. নং ১ (২০২০) আবেদনকারী সেখানে প্রতিক্রিয়া দাতাদের ১ থেকে ৪ (অর্থাৎ তেলেঙ্গানা রাজ্য, কেন্দ্রীয় নিবন্ধক, প্রত্যাবর্তনকারী কর্মকর্তা এবং ব্যাংকের পরিচালনা) নির্দেশনা দেওয়ার আবেদন করেছিলেন, যাতে তারা পুলিশ/তদন্ত সংস্থাগুলির সাহায্যে একটি গভীর তদন্ত পরিচালনা করেন। যিনি এই আই.এ. সহ অন্যান্য আবেদনপত্রগুলির শুনানি করেছিলেন, তিনি শুধু (০৮.০১.২০২১ তারিখে) ওই আবেদনে ০২.০২.২০২১ তারিখে ফিরতি নোটিশ জারি করেছিলেন।

১৯. পরবর্তী রিট পিটিশন ডাবলু পি নং, ২৭২৪, ২০২১ এর, যা আবেদনকারী ০৩.০২.২০২১ তারিখে দাখিল করেছিলেন (হাই কোর্টের ০৮.০১.২০২১ তারিখের আদেশের পর ফলাফল ঘোষণার পর), আবেদনকারী আবারও একটি অন্তর্বর্তীকালীন সুরাহার জন্য আবেদন করেছিলেন যাতে নির্বাচিত বোর্ডকে স্থগিত করা হয়, কারণ বড় পরিসরে টাকা চুরির, প্রতারণা, এবং নথি বিকৃত করার অভিযোগ পুলিশ তদন্তের অধীনে ছিল। যেদিন ডাবলু পি নং, ২৭২৪, ২০২১ এর দাখিল করা হয়, অর্থাৎ ০৩.০২.২০২১ তারিখে, তখন কোনও এফ আই আর মুলতুবি ছিল না, তবে আবেদনকারী এমন একটি বক্তব্য রিট পিটিশনে দিতে সাহসী হয়ে ওঠেন, কারণ ২২.০১.২০২১ তারিখে তারা মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে যে প্রমাণপত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল তা তাদেরকে উৎসাহিত করেছিল। এটা কেবল দ্বিতীয় রিট পিটিশনে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ না পাওয়ার পরই, আবেদনকারী ১৯.০২.২০২১ তারিখে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ব্যক্তিগত অভিযোগ দাখিল করেন।

২০. অতএব, এটি স্পষ্টভাবে একটি নির্বাচনী বিরোধ ছিল, যা একটি ফৌজদারি মামলায় রূপান্তরিত করতে চাওয়া হচ্ছিল। বেশিরভাগ সময় নির্বাচনী বিরোধগুলি বিভিন্ন স্থানে লড়াই করা হয়, যেমন ভোটকেন্দ্র, পুলিশ স্টেশন এবং আদালতের কক্ষে। কখনও কখনও, যারা এই বিরোধগুলি তোলেন তারা উচ্চ নৈতিকতা ও শক্তিশালী আইনি ভাষায় নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে আড়াল করতে সক্ষম হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আবেদনকারী এই ক্ষেত্রে সফল হতে পারেননি, কারণ নির্বাচনী বিরোধগুলি আদালতে প্রথমে এসেছিল, এর আগেই আবেদনকারী ঋণ প্রতারণার অভিযোগ নিয়ে ফিরে যেতে পারেননি। সৌভাগ্যক্রমে, হাই কোর্ট খেলার পেছনে দেখতে পেয়েছিল। এই কারণেই হাই কোর্ট তার আক্রমণাত্মক আদেশে, প্রতিক্রিয়া দাতাদের ১ থেকে ৩ পর্যন্ত আরও কার্যক্রম স্থগিত করার জন্য এবং তাদের গ্রেফতারির আদেশও স্থগিত করার জন্য অসাধারণ সুরাহা প্রদান করেছে। ঘটনাগুলি এত স্পষ্ট এবং পটভূমি এত বিস্ময়কর যে, হাই কোর্ট সঠিকভাবে এটি একটি উপযুক্ত এবং সঠিক মামলা হিসেবে বিবেচনা করে, যাতে প্রতিক্রিয়া দাতাদের ১ থেকে ৩ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সুরাহা প্রদান করা হয়।

২১. বাস্তব দিকগুলি দেখার পর, আসুন আমরা এখন আইনের তিনটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করি যার উপর আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি একটি উচ্চ মাত্রা উত্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

২২. ১ থেকে ৩ জন উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলি যেমন সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন, নীহারিকা (উপরে উল্লিখিত) অবশ্যই উচ্চ আদালতকে এখানে বিতর্কিত প্রকৃতির একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করার অনুমতি দিয়েছেন, "ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে সতর্কতা ও সতর্কতার সাথে, সংক্ষিপ্ত কারণ দিয়ে," নীহারিকা (উপরে উল্লিখিত)-তে যা অবজ্ঞা করা হয়েছে তা হল "কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না" লেখা কম্বল, রহস্যময়, সংক্ষিপ্ত, অ-বক্তৃতা আদেশ পাস করার আদালতের প্রবণতা। নীহারিকা (উপরে উল্লিখিত)-র প্রতিবেদনের ৬০ অনুচ্ছেদে, এই আদালত স্বীকৃতি দিয়েছে যে অভিযুক্তদের চাপ দেওয়ার লক্ষ্যে আইন প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার, একটি দেওয়ানি বিরোধকে ফৌজদারি বিতর্কে রূপান্তরিত করার অভিযোগ থাকতে পারে। এই পিটিশনে বিতর্কিত আদেশে হাইকোর্ট বিস্তারিত কারণ দিয়েছে যে, নির্বাচনী জালিয়াতির অভিযোগ সম্পর্কিত কার্যধারার সময় কীভাবে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। অতএব, নীহারিকা নীতির আলোকে বিতর্কিত আদেশটিকে খারাপ বলা যায় না।

২৩. প্রকৃতপক্ষে, নীহারিকা হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ®-এর উদযাপিত সিদ্ধান্তে নির্ধারিত পরামিতিগুলির পুনরাবৃত্তি করেছেন। ১০২ (৭) অনুচ্ছেদে পাওয়া ভজন লাল (উপরে)-এ বিকশিত মূল নীতিগুলির মধ্যে একটি নিম্নরূপঃ

> "যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারায় স্পষ্টতই দুর্বোধ্যতার সাথে উপস্থিত করা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারা চালু করা হয়।

'নীহারিকা' র সিদ্ধান্তের ৩৭ অনুচ্ছেদে, ভজন লালের উপরের অংশটি বের করা হয়েছে। আসলে ভজন লাল (উপরে) শেওন্দন পাসোয়ান বনাম 'বিহার রাজ্য'-এ ভগবতী, সিজে দ্বারা প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গিকে লক্ষ্য করেছিলেন "যে ফৌজদারি মামলা, যদি অন্যথায় ন্যায়সঙ্গত হয় এবং পর্যাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে হয়, তবে প্রথম তথ্যদাতা বা অভিযোগকারীর দুর্বোধ্যতা বা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে কলুষিত হয় না। "তবুও ভজন লাল (উপরে) সাতটি ধারা জারি করেছেন।

৬ ১৯৯২ সম্পূরক (১) এস. সি. সি ৩৩৫

৭'(১৯৮৭) ১ এস সি সি ২৮৮

১০২ অনুচ্ছেদের নীতি, যা আমরা উপরে তুলে ধরেছি। ভজনলালের (দুই সদস্যের বেঞ্চ) ১০২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত/সাতটি নীতি আসলে নীহার্তকা (তিন সদস্যের বেঞ্চ)-তে অনুমোদনের সাথে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

২৪. প্রকৃতপক্ষে, দেওয়ানি রিট কার্যধারায় আবেদনকারীর দ্বারা চাওয়া অন্তর্বর্তীকালীন অনুরোধগুলির মধ্যে একটি হল ফরেনসিক অডিট পরিচালনার জন্য। উক্ত টি আবেদনটি বিবেচনাধীন। আবেদনকারীর দ্বারা উপস্থাপিত প্রকৃতির অভিযোগগুলি ফরেনসিক অডিট ছাড়া তাদের মুখের মূল্যের জন্য নেওয়া যাবে না এবং আদালত আবেদনকারীর নির্দেশ মেনে চলতে পারে না।

২৫. আবেদনকারীর পক্ষ থেকে এই যুক্তি দেওয়া সম্পূর্ণ ভুল যে হাইকোর্ট দেওয়ানি রিট কার্যধারার বিচারাধীনতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। হাইকোর্ট আসলে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুরো কার্যধারার রঙ যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল তার দিকে নজর দিয়েছিল এবং সেই পটভূমিতেই বিদ্বান বিচারক দেওয়ানি কার্যধারার বকেয়া এবং অভিযোগের ওভারল্যাপিংয়ের বিষয়টি লক্ষ্য করেছিলেন। অতএব, আবেদনকারী মোহাম্মদ আলাউদ্দিন খান (উপরে) এবং কে জগদীশ (উপরে)-এর অনুপাতকে কাজে লাগাতে পারেন না।

২৬. এমনকি এন. এন. গ্লোবাল মার্কেন্টাইল প্রাইভেট লিমিটেডের (উপরে উল্লিখিত) সিদ্ধান্তও আবেদনকারীর পক্ষে সহায়ক হবে না কারণ বহু-রাষ্ট্রীয় সমবায় সমিতি আইন, ২০০২-এর ধারা ৮৪-এর উপর বিতর্কিত আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে-শুধুমাত্র সদস্যদের ভর্তি সম্পর্কিত অভিযোগগুলি মোকাবেলার সীমিত উদ্দেশ্যে।

২৭. অতএব, আমরা বিবেচনা করছি যে, হাইকোর্ট এখানে ১ থেকে ৩ জন উত্তরদাতাকে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা প্রদান এবং ব্যালটের আধিপত্য যাতে পুলিশের কর্তৃত্ব দ্বারা নষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত ছিল। তাই বিশেষ অনুমতির আর্জিগুলি খারিজ করা হয়। ফলস্বরূপ স্থগিতাদেশের আবেদনগুলি খারিজ করা হয় এবং আগে যে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল তা খালি করা হয়। স্থগিতাদেশের আবেদনগুলি স্থগিতাদেশের আবেদনগুলি খারিজ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধ করা হয়।

দেবিকা গুজরাল *বিশেষ অনুমতির আর্জি বরখাস্ত।*

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu